

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

75394 - রজব মাসে রোজা রাখা

প্রশ্ন

রজব মাসে রোজা রাখার বশিষে কোন ফজলিতরে কথা বর্ণিত আছে কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

রজব মাস হারাম মাসসমূহের একটি। যে হারাম মাসসমূহের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন:.....[সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৬]
হারাম মাসগুলো হচ্ছে- রজব, যুলক্বদ, যুলহজ্জ ও মুহররম মাস।

বুখারি (৪৬৬২) ও মুসলিম (১৬৭৯) আবু বকরা (রাঃ) থেকে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “বছর হচ্ছে- বার মাস। এর মধ্যে চার মাস- হারাম (নষিদিহ)। চারটির মধ্যে তিনটি ধারাবাহিক: যুলক্বদ, যুলহজ্জ, মুহররম ও (মুদার গোটররে) রজব মাস; যে মাসটি জুমাদাল আখরো ও শাবান মাস এর মধ্যবর্তী।”

এ মাসগুলোকে ‘হারাম’ আখ্যায়িত করা হয় দুইটি কারণে:

১. এ মাসগুলোতে যুদ্ধ হারাম হওয়ার কারণে। তবে শত্রু যদি প্রথমতে যুদ্ধের সূত্রপাত করে সটো ভিন্ন ব্যাপার।

২. এ মাসগুলোতে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া অন্য মাসে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে বেশি গুনাহ।

তাই আল্লাহ তাআলা এ মাসগুলোতে গুনাহে লিপ্ত হওয়া নষিদিহ করছেন। তিনি বলেন: “এগুলোতে তোমরা নজিদেরে উপর জুলুম করো না”[সূরা তাওবা, আয়াত: ৩৬] যদিও এ মাসগুলোতে পাপে লিপ্ত হওয়া যমেন নষিদিহ তমেনি অন্য যে কোন মাসে পাপে লিপ্ত হওয়া নষিদিহ; তদুপর এ মাসগুলোতে পাপে লিপ্ত হওয়া অধিক গুনাহ।

শাইখ সা'দী (রহঃ) (পৃষ্ঠা-৩৭৩) বলেন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

“এগুলোটতে তোমরা নিজীদের উপর জুলুম করো না” এখানে সর্বনামের একটা নরিদশেনা হতে পারে- বার মাস। আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি এ মাসগুলো মানুষের হিসাব রাখার সুবিধার্থে সৃষ্টি করেছেন। এ মাসগুলোতে তাঁর ইবাদত করা হবে। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে এবং মানুষের কল্যাণের মাধ্যমে অতবিহতি করা হবে। অতএব, এ মাসগুলোতে স্বীয় আত্মার উপর জুলুম করা থেকে সাবধান হোন।

আরকেটা সম্ভাবনা রয়েছে এখানে সর্বনামটি চারটি হারাম মাসকে নরিদশে করছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে- এ মাসগুলোতে জুলুম করা থেকে বরিত থাকার বিশেষ নিষেধাজ্ঞা জারী করা। যদিও যে কোন সময় জুলুম করা নিষিদ্ধ। কিন্তু এ মাসগুলোতে জুলুমে গুনাহ বেশী মারাত্মক। সমাপ্ত

দুই:

কিন্তু রজব মাসে রোজা রাখা বা রজব মাসেরে কিছু অংশে রোজা রাখার ব্যাপারে কোন সহহি হাদিস বর্ণিত হয়নি। কিছু কিছু মানুষ রজব মাসেরে বিশেষে ফজলিত রয়েছে মনে করে এ মাসেরে বিশেষে কিছু দিনে যে রোজা রাখে এ ধরণেরে বিশ্বাসেরে কোন ভিত্তি নই।

তবে হারাম মাসসমূহে (রজব একটা হারাম মাস) রোজা রাখা মুস্তাহাব মরম্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণিত আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “হারাম মাসগুলোতে রোজা রাখ; এবং রোজা ভঙগও কর”[আবু দাউদ, হাদিস নং- ২৪২৮, আলবানী হাদিসটিকে যয়ীফ বা দুর্বল বলেছেন]

এ হাদিসটি যদি সাব্যস্ত হয় তাহলে হারাম মাসে রোজা রাখা মুস্তাহাব প্রমাণ হবে। অতএব, যে ব্যক্তি এ হাদিসেরে ভিত্তিতে রজব মাসে রোজা রাখে এবং অন্য হারাম মাসেও রোজা রাখে এতে কোন অসুবিধা নই। তবে রজব মাসকে বিশেষে মর্যাদা দিয়ে রোজা রাখা যাবে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/২৯০) গ্রন্থে বলেন:

পক্ষান্তরে রজব মাসে রোজা রাখা সংক্রান্ত সবগুলো হাদিস দুর্বল; বরং মাওযু (বানোয়াট)। আলমেগণ এর কোনটির উপর নরিভর করেন না। ফজলিতরে ক্বতেরে যে মানরে দুর্বল হাদিস বর্ণনা করা যায় এটিসে মানরে নয়। বরং এ সংক্রান্ত সবগুলো হাদিস মাওজু (বানোয়াট) ও মথিয়া।

মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি হারাম

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মাসসমূহে রোজা রাখার নির্দেশে দয়িছেন। হারাম মাসগুলো হচ্ছে- রজব, যুলক্বদ, যুলহজ্জ, মুহাররম। এটি চারটি মাসে ব্যাপারই এসছে। বিশেষভাবে রজব মাসে ব্যাপারে নয়। সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন:

“রজব মাসে রোজা রাখা ও নফল নামায পড়ার ব্যাপারে যে কয়টি হাদিস বর্ণিত হয়েছে সব ক’টি মিথ্যা” [আল মানার আল-মুনফি, পৃষ্ঠা- ৯৬]

ইবনে হাজার (রহঃ) ‘তাবয়নুল আজাব’ (পৃষ্ঠা- ১১) বলেন:

রজব মাসে ফজলিত, এ মাসে রোজা রাখা বা এ মাসে বিশেষ বিশেষ দিনে রোজা রাখার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। অথবা এ মাসে বিশেষ কোন রাত্রিতে নামায পড়ার ব্যাপারে সহি কোন হাদিস নই। সমাপ্ত

শাইখ সাইয়্যদে সাবকে (রহঃ) “ফকিহুস সুন্নাহ’ গ্রন্থে (১/৩৮৩) বলেন:

অন্য মাসগুলোর উপর রজব মাসে বিশেষ কোন ফজলিত নই। তবে এটি হারাম মাসসমূহের একটি। এ মাসে রোজা রাখার বিশেষ কোন ফজলিত কোন সহি হাদিসে বর্ণিত হয়নি। এ বিশেষ যে ক’টি বর্ণনা রয়েছে এর কোনটি দলিল হিসেবে গ্রহণ করার উপযুক্ত নয়। সমাপ্ত

শাইখ উছাইমীনকে ২৭ শে রজব সিয়াম ও কয়াম পালনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে জবাবে তিনি বলেন: “সবিশেষ মর্যাদা দিয়ে ২৭ শে রজব সিয়াম ও কয়াম পালন- বদিআত। আর প্রত্যেকেই বদিআতই ভ্রান্তি।” সমাপ্ত [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ উছাইমীন, (২০/৪৪০)]